Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌসী বেগম

রোলঃ 216021916

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌসী বেগম

রোলঃ 216021916

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামে নারীর অধিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌসী বেগম, আইডিঃ 216021916 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌসী বেগম

আইডিঃ 216021916

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা :.......7

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :.......8

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :.......8

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :.......9

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :.......10

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :.......11

শিক্ষাগত অধিকার.......15

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার.......15

ইসলামে নারীর পরকালীন কল্যাণের অধিকার.......16

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার.......16

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার.......17

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার.......17

নারীর পছন্দমতো বিয়ের অধিকার.......18

নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার অধিকার.......18

নারীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা.......18

মা হিসেবে নারীর সম্মান.......19

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান.......19

বোন হিসেবে নারীর সম্মান.......20

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান.......20

বিধবার অধিকার ও সম্মান.......20

নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ.......20

কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত বিখ্যাত নারীগণ:.......21

নারীর মর্যাদা.......21

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী.......22

মনে রাখা জরুরি.......37

অতঃপর করণীয় কী হবে? এ সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা বলেন- 37
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা: 39
ইসলাম ও নারীর অধিকার কুরআনী সমতার একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ 41
1. মৌলিক সমতা: 42
2. আধ্যাত্মিক সাম্য: 42
3. সামাজিক ও আইনগত অধিকার: 42
4. অর্থনৈতিক অধিকার: 43
5. ভূমিকা এবং দায়িত্ব: 43
আধুনিক যুগে নারীর অবস্থানঃ- 44
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারী অধিকারঃ- 45
ইসলামে নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান 52
মা হিসেবে নারীর সম্মান: 54
বোন হিসেবে নারীর সম্মান : 55
নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ : 55
জাহেলী যুগ ও আধুনিক যুগে নারী ও ইসলাম : 57
নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় ইসলামের শিক্ষাঃ 60
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর উপার্জনঃ 66
উপসংহার: 69
রেফারেন্সঃ 70

ভূমিকা :

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)*। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। নর-নারীর সমন্বয়েই মানব জাতি। নারী জাতি হ'ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ তা'আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পরিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি। বরং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ'ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ'ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ'তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ'তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন' *(নিসা ১)*।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান

করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম

সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، 'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? *(তাকভীর ৮-৯)*।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' *(নূর ৩৩)*। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী :

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।[1] নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।[2]

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the

tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।[3]

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'।[4] তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।[5]

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।[6]

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।[7]

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।[8]

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা‘আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ’তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ’তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ’তে সৃষ্টি করেছি’ *(হুজুরাত ১৩)*।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

‘আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ *(বনী ইসরাঈল ৭০)*।

আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের

সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُواْ-

'তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ'লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ'তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ' *(নিসা ৩)*।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।[9]

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম'।[10]

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো' *(নিসা ১৯)*।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে' *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ'ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো'। অর্থাৎ 'মোহর'।[11]

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২২২)*।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ *(বাক্বারাহ ২২৩)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ’তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ’লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ *(বাক্বারাহ ২২৩)*। [12]

শিক্ষাগত অধিকার

ইসলামধর্মে জ্ঞানার্জনকে অতীব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কোরআন শরিফের সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। পড়া অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশনা দিয়ে ইসলামের শুভ সূচনা। জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে কোরআন শরিফে আরো বলা হয়েছে, 'যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (জ্ঞানী নয়) তারা কি সমান?' (সুরা জুমার, আয়াত : ৯) মুসলমানদের জ্ঞানার্জন করার জন্য হাদিসে শুধু খুব উৎসাহই প্রদান করা নয়, অবশ্য কর্তব্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

' (ইবনে মাজাহ)

অর্থাৎ পুরুষের যেমন শিক্ষার অধিকার আছে, তেমনি নারীরও শিক্ষার অধিকার আছে, যা উভয়ের জন্য অবশ্যই পালনীয়।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামে পরিবার-পরিজন চালানোর জন্য, ভরণ-পোষণের জন্য নারীর অর্থ-উপার্জনের প্রয়োজন নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নারীরা যদি অর্থ উপার্জন করে তাহলে তা তাদের নিজস্ব সম্পদ বলে পরিগণিত হয়। এ সম্পদসহ অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের কর্তৃত্ব শুধু তাদেরই থাকে।

তারা তাদের ধন-সম্পদ ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'পুরুষরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ, আর নারীরা যা উপার্জন করে তা তাদের প্রাপ্য অংশ।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩২)

কোরআন ও হাদিসে কোথাও নারীর কাজ করার বাধা-বিপত্তি আরোপ করা হয়নি। তবে শর্ত হলো, এ কাজ শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'আল্লাহ প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।' (বুখারি)

এ জন্য দেখা যায়, তৎকালে মুসলিম নারীরা অবস্থাভেদে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্প ও কারুকর্মে অংশগ্রহণ করতেন।

ইসলাম নারীদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের অধিকার প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে কোরআন শরিফে একাধিক আয়াতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোরআন শরিফের সুরা বাকারা, সুরা নিসা, সুরা মায়েদায় বলা হয়েছে যে নারীরা স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, বোন হিসেবে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভের অধিকারী হবে। এ ছাড়া ইসলামে নারীদের বিয়েতে মোহরানার (দেনমোহর) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা সম্পদ লাভ করে। এ সম্পদের ওপর একচ্ছত্রভাবে অধিকার শুধু নারীরই আছে।

ইসলামে নারীর পরকালীন কল্যাণের অধিকার

পরকালীন কল্যাণেও পুরুষদের মতো নারীদের অধিকার আছে। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'আর যে সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ঈমানদার হয় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর কারো ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৪)

এ ব্যাপারে কোরআন শরিফের আরেকটি সুরা নাহলে বলা হয়েছে, 'পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে, যদি সে মুমিন হয় তাহলে তাকে আমি দুনিয়াতে পবিত্র জীবন যাপন করাব এবং পরকালের জীবনেও এদের সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দেব।' (সুরা নাহল, আয়াত : ৯৭)

এ দুটি আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, জান্নাত লাভের জন্য তথা পরকালের কল্যাণ লাভের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার।

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার

ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা নিজেদের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করত। ইসলাম সন্তান হত্যা হারাম ঘোষণা করে পুত্র-কন্যাদের এ থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা

করো না; তাদের এবং তোমাদেরও আমি রিজিক (আহার) প্রদান করি। তাদের হত্যা করা মহাপাপ।' (সুরা বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৩১)

ইসলামে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামে কন্যাসন্তানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাকেও নিষেধ করেছে। মুহাম্মদ (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কন্যাসন্তানের কারণে কোনোরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়) সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে।' (তিরমিজি)

স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার

ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা স্বামীর অনুরূপ। কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর ন্যায়সংগত অধিকার আছে, তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার আছে পুরুষদের ওপর।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৮)

স্ত্রী হিসেবে শুধু ন্যায়সংগত অধিকারই নয়, সম্মানজনক আচরণ ও উত্তম ব্যবহারও নারীর প্রাপ্য। এ ব্যাপারে কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে। এমনকি যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ অশেষ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১৯)

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার

কোরআন শরিফে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, 'আর ইবাদত করো আল্লাহর, শরিক করো না তার সঙ্গে অন্য কাউকে, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ ও সদয় ব্যবহার কোরো।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৩৬)

ইসলামবিরোধী পিতা-মাতার ব্যাপারেও সন্তানের দায়িত্ব সম্বন্ধে কোরআন শরিফে আল্লাহ পাক বলেন, 'যদি তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে তোমাকে ওই বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করে যে তুমি আমার সঙ্গে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাহলে তুমি তাদের দুজনের (কারোরই) কথা মানবে না, তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।' (সুরা লোকমান, আয়াত : ১৫)

নারীর পছন্দমতো বিয়ের অধিকার

ইসলাম নারীকে তার পছন্দমতো বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। (সাহাবি) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তার অনুমতি কিভাবে নেব? তখন তিনি বললেন, জিজ্ঞেস করার পর নীরব থাকাই তার অনুমতি।' (বুখারি)

আর কুমারী নারীর বিয়ের ব্যাপারে আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, একটি কুমারী নারী তো লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি।' (বুখারি)

নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার অধিকার

বর্তমান সমাজে দেখা যায়, একশ্রেণির পুরুষ হীনস্বার্থে ভদ্র পরিবারের নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করছে; সংশ্লিষ্ট নারীর ছবি অন্য খারাপ নারীর ছবির সঙ্গে সম্পাদন (Edit) করে অশ্লীল ছবিতে রূপান্তরিত করে জঘন্য কুৎসা রটনা করে প্রচারমাধ্যম ইউটিউব, ফেসবুকে দিচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সতী-সাধ্বী নারী ও তার পরিবার-পরিজনকে অসহনীয় অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। এ রকম অপবাদ থেকে নারীর সুরক্ষা পাওয়ার জন্য কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদের ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।' (সুরা নুর, আয়াত : ৪)

নারীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা

একইভাবে আধ্যাত্মিক মহিমা অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীর কর্তব্য রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'এ কথা সুনিশ্চিত, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম মুমিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের সম্ভ্রমের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।' (সূরা-২২ আহজাব, আয়াত: ৩৫)।

মা হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মহানবী (সা.) বলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত'। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, 'তোমার মা'। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। (বুখারি)।

মহানবী (সা.)-এর জামানার বিখ্যাত এক ঘটনার কথা আমরা জানি। মায়ের সেবা করার কারণে হজরত ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীর জামানায় থেকেও সাহাবি হতে পারেননি। একবার ওয়াইস করনি (রা.) নবীজির কাছে খবর পাঠালেন 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ, এখন আমি কী করতে পারি?' নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, 'আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত করা বেশি জরুরি।' নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি মোবারক জুব্বা ওয়াইস করনির জন্য রেখে যান। তিনি বলেন, মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি। আমার ইন্তেকালের পরে তাকে আমার এই জুব্বাটি উপহার দেবে। জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে। এবং প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে ওমর! ওয়াইস করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক।' হাদিস শরিফে আরও আছে, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।'

বোন হিসেবে নারীর সম্মান

মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘কারও যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে আর তিনি যদি সন্তানদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দেবেন এবং মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দেবে।’ হাদিস শরিফে আছে, বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন।

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে, ‘তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ।’ (সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক।’ (মুসলিম শরিফ)। তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে–ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।’ (তিরমিজি)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো।’ (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)। কোরআনে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে, ‘নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার।’ (সূরা-২ বাকারা, আয়াত ২২৮)।

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘যারা বিধবা নারীর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী। (বুখারি ও মুসলিম)।

নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ

রাসুলের একটি হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল—এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।

কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত বিখ্যাত নারীগণ:

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বহু বিখ্যাত নারীর উল্লেখ রয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে সেরা ছিলেন। যেমন: জগন্মাতা মা হাওয়া (আ.), আদমকন্যা আকলিমা, ইব্রাহিম (আ.)-এর পত্নী সারা, ইসমাইল (আ.)-এর মাতা হাজেরা, মিসরপতির স্ত্রী জুলায়খা, সুলাইমানের পত্নী সাবার রানি বিলকিস, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া, আইয়ুব (আ.)-এর স্ত্রী বিবি রহিমা, ইমরানের স্ত্রী হান্না, ঈসা (আ.)-এর মাতা বিবি মরিয়ম, নবী করিম হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাতা আমেনা ও দুধমাতা হালিমা সাদিয়া; উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা.), হাফসা (রা.), আয়িশা (রা.), মারিয়া (রা.)সহ নবী পত্নীগণ; নবীনন্দিনী রুকাইয়া, জয়নব, কুলসুম ও ফাতিমা (রা.); আবু বকরের কন্যা আসমা, শহিদা সুমাইয়া ও নবীজির দুধবোন সায়েমা।

নারী তাঁর নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখেই সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। মায়েদের ত্যাগ ও ভালোবাসা ছাড়া মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ও সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মায়েরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস।

নারীর মর্যাদা

নারী হবে পারস্পরিক সাহায্যকারী বন্ধু, সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দানকারী, অসৎকাজে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথে আহ্বানকারী, হজ, জাকাত, ইবাদত-বন্দেগি পালনকারী এবং সামাজিক প্রায় সব কাজেই পুরুষের মতো নারীদের অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনাকারী। ইসলাম এর কোনোটিতেই বাধা দেয় না বরং এসব কাজে অংশগ্রহণে নারীকে ইসলাম উৎসাহ দেয়। কোরআনুল কারিমে এসেছে-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'হে নবি! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।' (সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ১২)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

ইসলাম পূর্ব যুগে যখন নারীর অবস্থান ছিল অমানবিক; তখন থেকেই ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা উন্নয়নের জন্য নজীরবিহীন সব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা-

>> **শ্রেষ্ঠত্বে নারী**

নারীকে মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম। বিধান পালনে নারী-পুরুষের প্রতি সমান নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। তুলে ধরেছেন নারীর নিরাপত্তার বিধানও। মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ

'আর নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৭০)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত মানবিক সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কোনো নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মানোর কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীরাও মহান আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি।

>> **মর্যাদায় নারী**

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান-আমল ও ইবাদতে নারী-পুরুষের মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে বলে মনে করাও অজ্ঞতা। ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মর্যাদা-লাঞ্ছনা এবং মহত্ত্ব-নীচতার মাপকাঠি হচ্ছে- তাকওয়া তথা পরহেজগারী এবং

নৈতিক চরিত্র। তাকওয়া ও চরিত্রের মাপকাঠীতে যে যতটা খাঁটি প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে সে ততটাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

১. مَنْ عَمِلَ صَٰلِحا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক; আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব; যা তারা করত।' (সুরা নাহল : আয়াত ৯৭)

২. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ

'এরপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর এক।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৯৫)

>> সামাজিক কাজে নারী

কর্ম তৎপরতা ও উত্থান-পতনের সব ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ সব সময় একে অপরকে সহযোগিতাকারী। আল্লাহ তাআলা এক্ষেত্রেও উভয়কে সম মর্যাদা দান করেছেন। নারী-পুরুষের পারস্পরিক মিলে জীবনের কঠিন কাজগুলো সহজ হয়ে যায়। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটে। আল্লাহ বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ (কথা ও কাজ) থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।' (সুরা তাওবাহ : আয়াত ৭১)

>> দোষারোপ থেকে নারীর মুক্তি

দাম্পত্য জীবনে নারীকে কোনোভাবেই অকল্যাণকর মনে করার সুযোগ নেই। আবার সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীকে দোষারোপ করারও কোনো সুযোগ নেই। বরং সন্তান জন্মদান ও কল্যান-অকল্যান সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশনা এমন-

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান

করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।' (সুরা শুরা : আয়াত ৪৯-৫০)

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, 'নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে এবং প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেও ভয় পেতাম; এই ভেবে যে- আমাদের সম্পর্কে কোনো আয়াত যেন নাজিল না হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আমরা প্রাণ খুলে তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে মিশতে শুরু করলাম।' (বুখারি)

>> নারীর প্রতি জুলুমরোধে পুরস্কারের ঘোষণা

অন্ধকার যুগে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। ইসলামের ঘোষণা এলো এভাবে- 'না', তারাও জীবিত থাকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে; মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

'যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল?' (সুরা তাকভির : আয়াত ৮-৯)

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়ে সন্তানদের হত্যা প্রতিরোধে বিশেষ ঘোষণা দেন এভাবে-

১. হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তির মেয়ে সন্তান আছে, আর যে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি কিংবা তার সঙ্গে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়নি; আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’ (আবু দাউদ)

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন-পালন করেছে, তাদেরকে উত্তম আচরণ শিখিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করেছে; সে জান্নাত লাভ করবে।’ (আবু দাউদ)

>> নারীর প্রতি আচরণ

নারীর প্রতি কোমল ও সদয় ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে কোরআনে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার পুরুষদেরকে দাম্পত্য জীবন পরিচালনায় এভাবে উপদেশ দিয়েছেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

‘নারীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।’ (সুরা নিসা : আয়াত ১৯)

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের কাঁচের সঙ্গে তুলনা করতেন। তাদের প্রতি সদয় হওয়ার তাগিদ দিতেন এভাবে-

’কাঁচগুলোকে (স্ত্রীদেরকে) একটু দেখে শুনে যত্নের সঙ্গে নিয়ে যাও।’ (মুসলিম)

আধুনিকতার নামে নারীর প্রতিবন্ধকতা

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে অগ্রসর করে নেওয়া, স্বাধীনতা দেওয়া এবং নারীর ক্ষমতায়নের নামে বরং নারীকে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং বহু ক্ষেত্রে তারা নির্যাতিত। যেসব ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এখনো নারীর পাশে দাঁড়াতে পারেনি, তাহলো-

১. ঘরের বাইরে নারীর চলাফেরায় নিরাপত্তা।

২. পাচারের শিকার হওয়া থেকে নিরাপত্তা।

৩. জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তিতে বাধ্য করা থেকে নিরাপত্তা।

৪. যৌন হয়রানির শিকার থেকে নিরাপত্তা।

৫. স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, দেবর ও ননদ কর্তৃক নববিবাহিতা, গর্ভবতী নারী কিংবা সাধারণ নারীকে নির্যাতন থেকে মুক্তির নিরাপত্তা।

৬. যৌতুকের বলি হয়ে মৃত্যুবরণ করাও রোধ হয়নি।

৭. স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত নারীরা।

৮. অধিকাংশ নারীই পায় না মোহরানার অধিকার। এমনকি আধুনিক সমাজ মোহরানা ছাড়াই কিংবা প্রতীকী এক টাকা/সামান্য গিফট ইত্যাদি নজির গড়ে নারীকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা হওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।

৯. মেয়ে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ গৃহপরিচারিকার কাজ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা। বরং অনেকক্ষেত্রে যারা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নে আওয়াজ তুলছে, তারাই এ মেয়ে শিশু শ্রমিক অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

১০. আজও নারীদের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না।

১১. আধুনিক সভ্যতায় এ যুগে নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার উচ্চ আওয়াজের এ সময়েও নারীদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১২. এমনকি ধর্মীয় অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয় নারীকে।

১৩. অহরহ ঘটে চলেছে ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল কাজ তালাকের অপব্যবহার।

নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতায় করণীয়

সুতরাং নারী এসব নির্যাতন রোধে ইসলাম দিয়েছে সঠিক ও সুন্দর দিকনির্দেশনা। ইসলাম নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এমনকি ইসলামি শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ব্যাপারে পুরুষের মতো শ্রম-সাধনা করায় নারীর সমান অংশগ্রহণের অনুমতিও রয়েছে।

ইসলামে নারীরা তাদের মান মর্যাদা ও ইজ্জত-আব্রু হেফাজরে নিশ্চয়তাই পায় না বরং নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পায় সঠিক দিকনির্দেশনা। নিরাপত্তা, অধিকার ও স্বাধীনতায় কোরআনুল কারিমের নির্দেশনাগুলো এমন-

>> নারীর নিরাপত্তায় উপদেশ

নারীর সার্বিক নিরাপত্তার বিধান দিয়েছে ইসলাম। রাস্তায়, কর্মস্থলে ও যত্রতত্র নারীদের হয়রানি করা তো দূরের কথা বরং ইসলাম নারীদের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দিতেও কঠোর নির্দেশ দেয়। আল্লাহ বলেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'হে রাসুল! আপনি) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।' (সুরা নুর : আয়াত ৩০)

আর কেউ যেন নারীকে হয়রানি না করে সে জন্য নারীকে বোনের দৃষ্টিতে দেখার ঘোষণা দেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি বলেছেন-

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَال

'নারীরা পুরুষদের সহোদরা (বোন)।' (আবু দাউদ)

>> ব্যভিচার-ধর্ষণ-অপবাদ প্রতিরোধ

ইসলাম ব্যভিচার, দেহব্যবসা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনীকে নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামে নারীকে ধর্ষণ করা কিংবা ধর্ষণের চেষ্টা করা এবং নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি ঘোষণা করেছে। যাতে খারাপ চিত্তের পুরুষগণ এসব অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকে। একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

১. وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৩২)

২. وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

’আর তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছাকাছি যেও না।।’ (সুরা আল-আনআম : আয়াত ১৫১)

৩. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

’যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।’ (সুরা নুর : আয়াত ১৯)

8. إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

’যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি।’ (সুরা নুর : আয়াত ২৩)

>> নারীর অধিকার বাস্তবায়নে ইসলাম

নারী অধিকার বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ অধিকার সম্পদের, সম্মানের, নেতৃত্বের, দাম্পত্য জীবনের, সমাজের। এ অধিকার আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত।

চাইলে যে কেউ নারীকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। নারীর অধিকারের বিষয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন-

يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا

'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই-এর অধিক, তবে তাদের জন্য ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের বাবা-মার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের ছেলে থাকে। যদি ছেলে না থাকে এবং বাবা-মা ওয়ারিস হয়, তবে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। ওসিয়ত পূরণ করার পর; যা (ওসিয়ত) করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের বাবা ও ছেলের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা নিসা : আয়াত ১১)

এ আয়াতে নারী ক্ষেত্র বিশেষ যেমন পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে; আবার বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর সমান অর্ধেক সম্পত্তিও পাবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ঘোষণা করেছে ইসলাম।

>> মোহরের অধিকার

নারীর মোহরানার অধিকার সম্পর্কেও ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

১. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ

হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন।' (সুরা আহজাব : আয়াত ৫০)

২. وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।' (সুরা নিসা : আয়াত ৪)

৩. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ

عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

'হে নবি! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ব করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য-অন্য মুমিনদের জন্য নয়। আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশে। মুমিনগণের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা (মোহর) ফরজ করেছি আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (সুরা আহজাব : ৫০)

>> নারীর নির্যাতনের প্রতিরোধ

নারীকে যে কোন ছুঁতোয় দৈহিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে নির্যাতন করা ইসলামি শরীয়তে বৈধ নয়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে তার কোনো স্ত্রী কিংবা কন্যার গায়ে হাত তোলেননি।

আবার বাসা-বাড়িতে কর্মরত কাজের মেয়ে কিংবা বুয়ারাও ক্রীতদাসী নয়। ইসলামে ক্রীতদাস প্রথাবিলোপ করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাস-দাসীদের ব্যাপারে বিশেষ নসিহত পেশ করেছেন-

’তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে সাবধান! তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকে তা পরতে দেবে।’ (মুসনাদ আহমাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা)

>> নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়ার শাস্তি

ইসলামে নারীকে অপবাদ দেওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে-

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

’যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফারমান।’ (সুরা নুর : আয়াত ৪)

>> তালাকের অপব্যবহার প্রতিরোধ

স্বামী-স্ত্রীর অস্বস্তিকর জীবনের সুন্দর সমাধানের জন্য ইসলাম তালাকের বিধান রেখেছে। স্বামীর হাতে যদিও তালাকে প্রাথমিক অধিকার ন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু সে অধিকার

অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করাও ইসলামি শরিয়তে আরেকটি অন্যায় ও গোনাহের কাজ হিসেবে বিবেচিত।

মনে রাখা জরুরি

বিয়ে যেভাবে সামাজিক সমঝোতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে ঠিক তেমনি তালাকও উভয়ের বোঝাপড়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এ ব্যাপারে ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো এমন-

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।' (সুরা নিসা : আয়াত ৩৫)

অতঃপর করণীয় কী হবে? এ সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা বলেন-

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

’তালাকে-‘রাজঈ' হলো- দুবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর তাদের কাছ থেকে নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না; অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই জালেম।’ (সুরা বাকারা : আয়াত ২২৯)

>> পরকালের জবাবদিহিতা

সর্বোপরি পরকালের জবাবদিহিতা নারীর অধিকার, সম্মান, স্বাধীনতা ইত্যাদি সযোগ-সুবিধা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কারণ নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই পরকালে তার কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

সুতরাং যে বা যারা নারী কিংবা পুরুষ নির্যাতন করে থাকে; তাদের এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, এ নির্যাতনের জন্য অবশ্যই তাকে আল্লাহর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহি

করতে হবে। আর এ জবাবদিহিতাই মানুষকে নারী/পুরুষ নির্যাতনসহ যে কোনো অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। জবাবদিহিতা থাকলে নারী-পুরুষ সবাই উত্তম চরিত্রের মুসলিমে পরিণত হবে, ইন শা আল্লাহ।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর উচিত, নারীর নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, সম্মান ও নির্যাতনরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা মেনে চলা জরুরি। তবেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী পাবে সম্মান, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সব মানুষকে নারীর দায়িত্ববোধ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তায় যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিতে ইসলামের বিধান মেনে চলার তাওফিক দান করুন। সব কল্যাণের বিষয়ে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে ইসলামের সৌন্দর্য ও দিকগুলো বাস্তবায়নের তাওফিক দান করুন। আমিন।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা:

বিশ্বমানবতার সামগ্রিক কল্যাণে রবিউল আউয়াল মাসে মহান আল্লাহ তায়ালা শান্তির বাণীবাহক ও দূতরূপে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ সা:-কে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। মহানবী সা: পরিবার, সমাজ ও দেশের সর্বস্তরে শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি পুরুষের অধিকারের পাশাপাশি নারীর অধিকারের বিষয়টিও সুস্পষ্ট করেছেন। আধুনিক বিশ্বে নারী অধিকারের বিষয়টি বহুল আলোচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী

অধিকারের ধারণাটি গত শতাব্দীর সৃষ্টি। কিন্তু ইসলাম নারী অধিকারের ধারণা উপস্থাপন করেছে আজ থেকে প্রায় এক হাজার ৫০০ বছর আগে।

ইসলাম নারী অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হজরত মুহাম্মদ সা: সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামের আগে জাহেলি আরব সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ কোনো অবস্থান ছিল না। তাদের গণ্য করা হতো ভোগের বস্তু হিসেবে। নারী ছিল রাতের কবিতার আসর আর মদের আড্ডার বিশেষ অনুষঙ্গ। জীবন ও সমাজে তাদের বড় জোর স্বামী বা মনিবের মনোরঞ্জনের উপকরণের বেশি কিছু মনে করা হতো না। নারীকে পরিবার, সমাজ ও বংশের জন্য অসম্মান ও অভিশাপ মনে করা হতো। এমনকি সামাজিক লজ্জার ভয়ে নারীকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। পবিত্র কুরআনে পুরুষদের সাথে নারীদেরও সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। একইভাবে মায়েদের, স্ত্রীদের, কন্যাদের, স্বামীদের সম্পত্তির এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদের-ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিধবাদের সাহায্যকারীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, যারা বিধবা নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়, তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজি ও সদা রোজা পালনকারী (মুসলিম-১৯৩৮)। একবার ওয়াইস করনি রা: নবীজীর কাছে খবর পাঠালেন, হে আল্লাহর রাসূল সা:! আপনার সাথে আমার দেখা করার খুব ইচ্ছা, কিন্তু আমার মা খুব অসুস্থ, এখন আমি কী করতে পারি? নবীজী সা: উত্তর পাঠালেন, আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাথে সাক্ষাতের চেয়ে তোমার

মায়ের সেবা করা বেশি জরুরি। মায়ের সেবা করার কারণে তিনি প্রিয় নবীর যুগে থেকেও তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারেননি। রাসূল সা: বলেন, ‘যে ব্যক্তির তিনটি কন্যাসন্তান আছে যাদের সে লালন পালন করে ও তাদের সাথে সদয় আচরণ করে, তার জন্য অবশ্যই জান্নাত ওয়াজিব।’ সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দু’টি মেয়ে থাকে? নবীজী বললেন, ‘দু’টি থাকলেও’ (বুখারি-২৪৮১)।

মহানবী সা:-এর ইন্তেকালের আগে সমবেত মুসলমানদের যেসব ওসিয়ত করেছিলেন, তার মধ্যে একটি উপদেশ ছিল, আমি তোমাদের আমার এই শেষ ওসিয়ত করছি যে, নারীর সাথে যেন সর্বদা উত্তম আচরণ করা হয় (মুসলিম-১৮৪১)। স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের ইঙ্গিত দিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা তাদের (নারীর) সাথে উত্তম আচরণ করো এবং উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও’ (সূরা নিসা-১৯) নবীজী বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম’ (তিরমিজি-২৪২৭)। বাংলাদেশে প্রতিদিনই নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্যভাব বেড়েই চলছে। নারীকে হত্যা, ধর্ষণসহ নানারকম নির্যাতনের নির্মম ঘটনা প্রায়ই বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের সমাজের কোথাও নারী নিরাপদ নয়। পরিস্থিতি এমন যে, আমরা যেন আইয়ামে জাহেলিয়াতের চেয়েও আরো কঠিন সময়ে বসবাস করছি! নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারী অধিকার নিশ্চিত করতে মহানবী সা:-এর নির্দেশিত নারী নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।

ইসলাম ও নারীর অধিকার কুরআনী সমতার একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ

1. মৌলিক সমতা:

কুরআন সুস্পষ্টভাবে নারী-পুরুষের মৌলিক সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। সূরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৩) বলা হয়েছে, "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক।" এই আয়াতটি তুলে ধরেছে যে উভয় লিঙ্গই আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান এবং ধার্মিকতাই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।

2. আধ্যাত্মিক সাম্য:

ইসলাম নিশ্চিত করে যে নারীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা পুরুষদের সমান। সূরা আল-আহযাবে (৩৩:৩৫) বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যকারী পুরুষ ও আনুগত্যকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল। নারী, নম্র পুরুষ ও নম্র নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার নারী, যেসব পুরুষ তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে এবং এমন নারীরা, যারা আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে এবং এমন নারীরা - তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই শ্লোকটি জোর দেয় যে আধ্যাত্মিক ভক্তি এবং পুরষ্কার কোন পার্থক্য ছাড়াই উভয় লিঙ্গের জন্য উন্মুক্ত।

3. সামাজিক ও আইনগত অধিকার:

ইসলাম নারীদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও আইনি অধিকার প্রদান করে, তাদের মঙ্গল ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে। কুরআন নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, কারণ জ্ঞান অন্বেষণ ইসলামী শিক্ষার একটি মৌলিক দিক। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক" (আল-বায়হাকি)। এই বিবৃতি উভয় লিঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে, সমান শিক্ষার সুযোগ তুলে ধরে।

বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়ে, কুরআন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি, সম্মান এবং সমতার উপর জোর দেয়। সূরা আন-নিসা (4:19) বলা হয়েছে, "এবং তাদের সাথে সদয়ভাবে জীবনযাপন করুন। কারণ যদি আপনি তাদের অপছন্দ করেন - সম্ভবত

আপনি একটি জিনিস অপছন্দ করেন এবং আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখেন।" ইসলাম বিবাহের মধ্যে একটি সুরেলা অংশীদারিত্বের ধারণা প্রচার করে।

4. অর্থনৈতিক অধিকার:

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করে এবং তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। নারীদের সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকানা, উত্তরাধিকার এবং পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সূরা আন-নিসা (4:32) এ বলা হয়েছে, "আর তোমরা এমন কিছু কামনা করো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য তাদের উপার্জনের অংশ এবং মহিলাদের জন্য তাদের যা আছে তার অংশ। অর্জিত।" এই আয়াতটি লিঙ্গ নির্বিশেষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ভিত্তিতে সম্পদ এবং সম্পদের সমান অধিকারের উপর জোর দেয়।

5. ভূমিকা এবং দায়িত্ব:

ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেয় এবং এই পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে পরিপূরক ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে। পুরুষদের তাদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য উৎসাহিত করা হয়, অন্যদিকে নারীদেরকে সন্তান লালন-পালন ও লালন-পালনের মহৎ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যাইহোক, এটি উভয় লিঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতা বোঝায় না বরং সামাজিক ভূমিকার বৈচিত্র্যকে হাইলাইট করে।

নারীর পরিচয়ঃ- নারীদের সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে নারীর সংজ্ঞা বা নারী বলতে আমরা কি জানি তা আমাদের জানা থাকা আবশ্যক। المرأة শব্দটি المرء শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ, অর্থ নারী। শব্দটি একবচন, এর কোন বহুবচন হয় না। তবে অপর শব্দ থেকে এ শব্দের বহু বচন হল نساء (নিসা)। অর্থাৎ নারী হল তারা যাদের আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মূলত: আল্লাহ তা‘আলা নারীদের পুরুষ হতেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও গভীর হয় এবং তাদের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও দয়া-অনুগ্রহ যেন হয় অতীব সুন্দর ও মধুময়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের

কাছে চাও। আর ভয় কর রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। (সূরা আন-নিসা: ১)জাহেলী যুগে নারীর অবস্থাঃ- ইসলামপূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে নারী জাতির কোন মূল্য ছিল না। বরং নারী সত্তাটাকেই পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, বংশের জন্য কলঙ্ক, অপমান ও অভিশাপ মনে করা হত। আর তৎকালীন আরব সমাজের নারীদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দু:খে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।'' (সূরাহ নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

প্রাচীনকালে নারীর মর্যাদাঃ- প্রাচীন মানব ইতিহাসের আলোচনায় নারীর অবস্থানের যে চিত্র পাই তা হচ্ছে অকথ্য নির্যাতনের চিত্র যেখানে নারীকে শুধু সন্তান উৎপাদনের একটা যন্ত্র বা ভোগের পণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। এমনকি তৎকালীন সভ্য সমাজ নামে খ্যাত গ্রীক, রোমান ও খ্রিষ্ট সমাজে ও নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার ছিল না।নারী সভ্যতার সুতিকাগার গ্রীসে নারী জাতিকে শয়তানের সমতুল্য মনে করা হত এবং গ্রীসবাসীরা নারীর অবমাননা বৃদ্ধিতে কম প্রচেষ্টা চালায়নি। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে গ্রীক নারীদের স্থান ছিল অত্যন্ত নিচে। ব্যবিলন ও ইরানের অবস্থাও রোম ও গ্রীক হতে ভিন্ন ছিল না। নারীকে এসব সমাজে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হত।প্রাচীনকালে সকল প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে বহুবিবাহ একটি স্বীকৃত বিধি। রাজকীয় লোকদের দ্বারা এই বিধির অনুশীলন সর্বত্র ঐশী মর্যাদায় অভিষিক্ত হতো এবং জনগণের কাছে তার অনুসরণ পুতঃপবিত্র বলে পরিগণিত হতো।

আধুনিক যুগে নারীর অবস্থানঃ-

আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার চিৎকার সত্ত্বেও নারীদের সঙ্গে বিভিন্ন দিক হতে প্রতারণামূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। জাহিলী যুগের অনুকরণে বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় তথাকথিত কিছু নারীলোভী যৌনবাদী বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন প্রকার রসালো ও আকর্ষণীয় শ্লোগানের মাধ্যমে নারীজাতিকে ঘর থেকে বাইরে এনে নারী স্বাধীনতার নামে যা কিছু

করছে, তাকে নারী স্বাধীনতা বলা যায় না, বরং তা নারীর সম্ভ্রম হরণ ছাড়া আর কিছু নয়। সেসব কুমতলবীদের প্ররোচনায় নারীরা আজ মাঠে ময়দানে, হাটে বাজারে, নগরে বন্দরে পথের ধারে, গলির মোড়ে ওপেন হয়ে গিয়েছে। তারা পর্দাতো দুরে নিক্ষেপ করেছেই, উপরন্তু তাদের পোশাকের দৈর্ঘ-প্রস্থ কমতে কমতে শরীরের মধ্যভাগে এসে ঠেকেছে। আর এর দ্বারা সে নারীবাদী লম্পটরা স্বার্থসিদ্ধি করেছে। ফলে যে নারী ছিল এক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী, সে এখন পথে ঘাটে সবার জন্য সর্বাঙ্গিনী। কারণ, তাকে এখন শুধু এক স্বামীর মন যোগালে চলে না, বরং অফিসের বড় সাহেব, ম্যানেজার ও বসের মনও যোগাতে হয়। যে নারীর অঙ্গ থাকা উচিত হিজাব ও বোরকা দ্বারা আবৃত, সে নারীকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নামে দু টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই রাখতে দেয়া হয় না। আর এ সকল বেহায়পানার যতাকলে নারীর জীবনকে আজ দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছে। যদ্দরুণ আজ নারী সর্বত্র নিরাপত্তাহীনবতায় ভুগছে। নারীকে যত্রতত্র নির্যাতন করা হচ্ছে, ইভটিজিং করা হচ্ছে, লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। নারী হচ্ছে যৌনদস্যুদের লালসার শিকার। হচ্ছে এসিড সন্ত্রাসের শিকার, কিংবা হত্যাযজ্ঞের শিকার। তাই বলা যায় আধুনিক সভ্যতা নারীকে যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তা প্রতারণা ও কৃত্রিমতা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা স্বাধীনতা নয়, বরং তা প্রাচীনকালে নারী নিগ্রহের চেয়েও ভয়বহ।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারী অধিকারঃ-

*হিন্দু ধর্মমতেঃ- হিন্দুদের ধর্মীর গ্রন্থ বেদ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। ভারতে নারীর যে স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হতো না, সতীদাহ প্রথাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ উভয়দিক থেকে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিডীয়, ব্যবিলনীয়, অ্যাসিরীয় ও পারসিকদের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে একজন পুরুষ কয়জন নারীকে বিবাহ করতে পারবে সে বিষয়ে কোন বাধা-বন্ধকতা ছিল না। এমন কি আধুনিক যুগেও একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যে কয়টি স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তার অধিকার তার রয়েছে।

*বৌদ্ধ ধর্মমতেঃ- নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীর জন্য নির্বাণের কোন উপায় নেই। মুসা (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইসরাইলীদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। তারা একজন হিব্রু স্বামী কয়টি স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে সে বিষয়ে কোন সীমা নির্ধারণ না করেই এই প্রথা অনুসরণ করতো। পরবর্তীকালে জেরুজালেমের তামুদগণ স্বামীর পে

যথাযথভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের শক্তির ওপর স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। যদিও ইহুদী পুরোহিতরা উপদেশ দিতেন যে, চারটির অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না। তবু কেরাতিগণ তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং তারা সীমা নির্ধারণের বৈধতা স্বীকার করতেন না। ধর্ম পারসিকদেরকে বহু বিবাহের জন্য উৎসাহিত করতো।

*খৃষ্টান ধর্মমতেঃ- একমাত্র নারীই মানবীয় পাপের জন্য দায়ী। সন্তজম ক্রাইম ষ্টম বলেন: নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা। সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যে নারীর মত ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। টারটুলিন তার লিখিত একখানি গ্রন্থে জনসাধারণের অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন। যেখানে তিনি নারী জাতিকে “শয়তানের দ্বার, নিষিদ্ধ মোহর উন্মক্তকারী, ঐশী আইনের প্রত্যাখ্যানকারী, খোদার প্রতিবিম্ব, মানুষের ধ্বংসকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইংল্যান্ডের প্রাচীন আইনে পুরুষকে নারীর মালিক বলা হয়েছে। এমনকি স্বামী স্ত্রীকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারত। পুরুষ এবং নারী একইরকম অপরাধ করলে নারীকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ ছিল এবং পুরুষের জন্য ছিল সামান্য শাস্তি। বর্তমান সময়ে ও ইংল্যান্ডের আইনে এমন অনেকগুলো দিক আছে, যাতে মনে হবে নারী পুরুষের দাসী। এখনো গীর্জায় বিয়ের সময় নারীকে শপথ নিতে হয় যে, সে সারাজীবন স্বামীর অনুগত থাকবে। দাসত্ব, অধীনতা এবং ঘৃণা লাঞ্ছনার ফলে নারীর মন থেকে আত্মসম্মানের অনুভূতি মিটে গিয়েছিল। পৃথিবীতে যে সে কোন অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার জন্য কোন সম্মানের স্থান আছে, একথা সে ভুলে গিয়েছিল। পুরুষ তার উপর অন্যায়- অত্যাচার করাকে অধিকার মনে করত এবং নারী এসব পীড়ন সহ্য করাকে তার কর্তব্য মনে করত। তার মধ্যে দাসত্বের মনোভাব এমনভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, সে নিজেকে স্বামীর দাসী বানাতে গর্ব অনুভব করত এবং পতি আরাধনা তার ধর্ম ছিল।

ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মদ (স)- এর অবধানঃ- এবার আমরা দেখব ইসলামে নারীর অধিকার কী? তার অবস্থান কোথায়? এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা কী? একজন নারীকে তার পূর্ণ জীবনের সামগ্রিক সময়টা ভাগ করলে দেখতে পাই যে, সে পর্যায়ক্রমে প্রথমে কন্যা, স্ত্রী এবং মাতার ভূমিকা পালন করে থাকেন এবং অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই আসে তার শিক্ষার অধিকার, তারপর

পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক অধিকার, বিবাহের অধিকার, কর্মক্ষেত্রের অধিকার, অভিন্ন আইনের অধিকার এবং মত প্রকাশ এবং পরামর্শের অধিকার।

কন্যা হিসাবে নারীর অধিকার ও অবস্থান:- আইয়ামে জাহেলিয়া তথা অন্ধকার যুগে কন্যা সন্তান ছিল লাঞ্ছনা ও অবমাননার পাত্র। জীবন্ত কন্যাকে তারা মাটিতে পুঁতে রাখতে সামান্য দ্বিধাবোধ করত না। কারো কন্যা সন্তান ভুমিষ্ট হলে কন্যার মাতা- পিতা লজ্জায় শির অবনত করে রাখতো। কারণ তারা মনে করত এই কন্যা দ্বারা তারা কখনোই কোন সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারবে না। বরং এই কন্যার (বৈবাহিক সূত্রে) জন্যই তাদেরকে অন্য কোন গোত্রের কাছে সারাজীবন নত হয়ে থাকতে হবে। গোত্র নেতৃত্বের যুগে এই হীন মানসিকতা তাদের জন্য ছিল বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। বর্বরতার এই চরম মুহূর্তে দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসে কন্যা সন্তানকে ধ্বংসের অতল গহবর থেকে টেনে তুললেন এবং সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করে খোদায়ী নির্দেশ কামনা করলেন। ওহী নাজিল হল: তোমরা দারিদ্রের ভয়ে সন্তানদের হত্যা করো না। তোমাদের এবং তাহাদের আহার্য দিয়ে থাকি। জেনে রাখো যে, সন্তান হত্যা নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য অপরাধ। কালাম পাকের এই নির্দেশ শুনে মুমিনগণ চমকে উঠলেন এবং কন্যা হত্যার নির্দয় অভ্যাস তারা চিরতরে বর্জন করলেন। নবী করিম (সা.) নিজেও বাণী প্রদান করলেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার প্রথম সন্তান কন্যা।” তিনি আরো বললেন: যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে লালন পালন করে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে হাতের দুটি আঙ্গুলির ন্যায় পাশাপাশি থাকব। তিনি আরো বললেন: ‘যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদের প্রতিপালন করে তাহলে তারা তার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হবে।” অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে: যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকবে, সে জন্য সে ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদের ভালো পোশাক পরতে দেয়, তবে তারা তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে: কন্যা সন্তানের জন্ম পিতামাতার জন্য লজ্জাকর নয় বরং কন্যার প্রতিপালন ও হক আদায় করার দ্বারা তাদের বেহেশত লাভ হতে পারে।

স্ত্রী হিসাবে নারীর অধিকার ও অবস্থান:- ইসলাম পূর্বযুগে নারীদের অবস্থা ছিল করুণ। তখন স্ত্রীদের সেবাদাসী মনে করা হত। স্বামীর কাজকর্ম ও সেবাযত্ন করাই ছিল তাদের পেশা। ভোগবিলাসের বস্তু ছাড়া নারীকে আর কিছুই মনে করা হতো না। স্বামী তার স্ত্রী প্রতি অহরহ পশুসুলভ আচরণ চালিয়ে যেতো। ফলে তাদের উভয়ের জীবনে নেমে

আসত দূর্বিসহ যন্ত্রণা। ইসলাম সমস্ত সমস্যার মূলে কুঠারাগাত হেনে স্ত্রী বা নারী জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানের মনিকোঠায় স্থান দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে: হুন্না লিবাসুন লাকুম, ও আনতুম লিবাসুন লাহুন্না। (তারা তোমাদের পরিচ্ছেদ. তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।)
অনত্র এরশাদ হচ্ছে: স্ত্রীকে কষ্ট যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখো না।"

"তোমাদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট ব্যক্তি যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উৎকৃষ্ট এবং আপন পরিবার পরিজনের প্রতি স্নেহশীল।" ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্ত্রী ও নারীদের সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি বলেন: "পৃথিবীর বস্তুসমূহের মধ্যে নারী ও সুগন্ধি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং নামাজ আমার চোখের শীতলতা।" তিনি আরো বলেন: পৃথিবীর নেয়ামত সমূহের মধ্যে স্ত্রী হতে উৎকৃষ্ট নেয়ামত আর কিছু হতে পারে না।"

হযরত বিন ওমর বলেন: নবী করিম (সা.) যে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন সে পর্যন্ত আমরা আমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতাম। যাতে আমাদের উপর কোন শাস্তিমূলক বিধান অবতীর্ন না হয়। নবী করিম (সা.) এর ইন্তেকালের পর আমরা প্রাণ খুলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। অতএব বলা যেতে পারে, নারী জাতির মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম পৃথিবীর সকল ধর্মের শীর্ষে রয়েছে। মা হিসাবে নারীর অধিকার ও অবস্থান:- ইসলাম নারীদের মা হিসাবে যে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম, অন্য কোন দল বা গোষ্ঠী তা দিতে পারে নি। রাসূলে করিম (সা.) এর আগমনের পূর্বে সমস্ত দুনিয়ার মানুষই পিতাকে মাতার চেয়ে বেশি সম্মানের পাত্র বলে মনে করত। এবং মাতার উপর পিতার প্রাধান্য দিত। কুরআনের আয়াত নাযিল হল: আমি মানুষকে তার পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু সে যেন ভুলে না যায় যে, তার মাতা কত কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল আর সুদীর্ঘ দু'বছর ধরে তাকে নিজের দেহ নিংড়ানো স্তন্য দান করেছিল।"

আর নবী করিম (সা.) বলেন: " সন্তানের জান্নাত হল তার মায়ের পায়ের নীচে।" বিশ্ব দরদী মুক্তির কান্ডারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন: আল্লাহ ও রাসূলের পরে সবচেয়ে

বেশি অধিকার ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য মাতা।" একদা জনৈক সাহাবী রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল আমার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার কে? রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন : তোমার মাতা। তিনি আবার বললেন: তারপর কে? রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন : তোমার মাতা। তিনি আবার বললেন : তারপর কে? রাসূল (সা.) উত্তরে বললেন: তোমার মাতা। চতুর্থবার সাহাবী প্রশ্ন করলে উত্তরে বললেন: তোমার পিতা। অন্যত্র বর্ণিত হচ্ছে: 'মাতার নাফরমানী আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন।'এতেই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম মা তথা নারী জাতিকে কত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

নারীর শিক্ষার অধিকারঃ- মানব শিশু জন্মের পর থেকে প্রথমেই সে মায়ের মুখের ভাষা শেখে। মায়ের কথা বলার ধরণ, আচার-আচরণ, নৈতিকতা এমনকি তার মতই শিষ্টতা সম্পন্ন হয়। এজন্য মাকে হতে হবে সুশিক্ষায় শিক্ষিতা। যদি সে নিজে সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে অন্য একজনের সুশিক্ষার দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে? এজন্য দ্বীন ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য তাকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয় নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রুপ মনে করা হয়েছে। নবী করি (সা.) বাণী প্রদান করেছেন: প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। নবী করিম (সা.) থেকে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করত নারীগণও তদ্রুপ করত। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হত এবং সেই সময়ে তারা নবী করিম (সা.) এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভের জন্য উপস্থিত হত।মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রী হাফসা বিনতে উমরকে লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য শেফা বিনতে আবদুল্লাহকে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি কৃতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দিতে আদেশ করেছেন। রাসূল (সা.) মহিলাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা লাগবের জন্য মসজিদে আগমনের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তাছাড়া মহিলা সাহবীগণের যখন কোন সসস্যা সৃষ্টি হত, তখন তারা অবাধে রাসূল (সা.) এর সমানে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট হতে অথবা তার স্ত্রীগনের মাধ্যমে সমাধান লাভ করতেন। তদুপরি রাসূল (সা.) পিতা ও স্বামীগণকে ও নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা তাদের কন্যা ও স্ত্রীদেরকে ধর্মের নির্দেশাবলী শিক্ষা দিবেন।

অর্থনৈতিক অধিকার ও অবস্থানঃ- অর্থনৈতিক দিক আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যেটা আসে সেটা হল উত্তরাধিকার আইন। ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা উত্তরাধিকার সূত্রে

সম্পত্তির মালিক থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু ইসলাম তাকে দিয়েছে পূর্ণ অধিকার। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে: 'পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। সে পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিমানে অল্পই হোক অথবা বেশিই হোক। এ অংশ নির্ধারিত। আর সে নির্ধারিত অংশ হল দু'জন মহিলার অংশের সমান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা রা করা হয় নি। পুরুষের তুলনায় নারীর আর্থিক সুবিধা খর্ব করা হয়েছে। ইসলামের গোটা পারিবারিক পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টি দিলে এই বৈষম্যের কারণ বোধগম্য হবে। ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় উত্তরাধিকারের অংশ অর্ধেক দিলেও দুই উপায়ে তা পুষিয়ে দিয়েছে। প্রথমত: স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহরানার উপর সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীরই অধিকার থাকবে। পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক বা স্বামী তা আত্মসাৎ করতে পারবে না। মোহরানা থেকে নারীকে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তবে স্ত্রী স্বেচ্ছায় দান করলে স্বামী বা পিতা সেটা ভোগ করতে পারে।
দ্বিতীয়ত: বিবাহের সময় নারীকে প্রদত্ত অলংকার, উপহার ইত্যাদির মালিক সেই-ই। তাছাড়া স্বামীর সম্পদ ও তো একজন স্ত্রীই তার সন্তান সন্ততি নিয়ে নিজের মত করে ভোগ করে। তদুপরি ইসলাম নারীর ভরণ পোষনের দায়িত্ব বিবাহের পূর্বে পুরুষ অভিভাবকের উপর এবং বিবাহের পর স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে। এই অবস্থায় নারী পুরুষের মধ্যে সমানাহারে উত্তরাধিকার বন্টন যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ -সম্পদের পরই আসে শ্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ। ইসলামী শরীয়তে সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে শ্রম সাধনা করার অনুমতি রয়েছে নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই। অতএব একজন নারী ঠিক একজন নরের অনুরূপ সম্পদ অর্জন ও করতে পারে এবং তার অধিকারী ও হতে পারে। প্রয়োজনের তাগিদে সে যে কোন পেশা-ই অবলম্বন করতে পারে। আবার সে তার সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্বে রাখতে পারে এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করতে পারে। সমাজে নারীর দাসত্বের প্রধান কারণই হচ্ছে তার আর্থিক দূর্গতি। ইসলাম ব্যতীত সকল আইন কানুন নারীকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে দূর্বল করে রেখেছে। এমনকি ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দিতেও নারীর বৈধ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কোন বিবাহিত রমনী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। সম্পত্তি সংক্রাত বিষয়ে চুক্তি বা ক্রয় বিক্রয় করতে পারত না। অথচ ইসলামই দিয়েছে তার একমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তির চূড়ান্ত অধিকার। যা অন্য কোন ধর্ম দেয়নি।

নারীর বিবাহের অধিকারঃ- বিবাহের ব্যাপারে ইসলাম মেয়েদের দিয়েছে পূর্ণ অধিকার। মেয়ে বয়োপ্রাপ্ত হলে পিতা মাতা তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে ঠিকই, কিন্তু সেটা মেয়ের সম্মতি সাপেক্ষে অবশ্যই মেয়ের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। ইসলামী বিধান এই যে, নারী বিধবা হোক বা কুমারী হোক তার সম্মাত ব্যতীত তাকে বিয়ে দিতে পারে না। খানসা বিনতে খাজাম আনসারিয়ার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তার পিতা তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিলে তিনি মহানবীর নিকট নালিশ করেন। মহানবী এ বিয়ে বাতিল করে দেন। একজন কুমারী মহানবীর দরবারে এসে নিবেদন করল, "আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়েছেন এতে আমি সন্তুষ্ট নই"। মহানবী তাকে বললেন, "তোমার ইচ্ছা হলে বিয়ে বহাল রাখতে পার অথবা বাতিল করেও দিতে পার।" এ থেকে বোঝা যায় মহানবী (সা.) শুধু নারী সম্পর্কে পুরুষের নয় বরং নারীরও মনোবৃত্তির পরিবর্তন করে দিয়েছেনএবং তাকে তার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যের অধিকার দিয়েছেন।

অভিন্ন আইনের অধিকারঃ- প্রাচীন ধর্মগুলো নারীকে নগন্য এবং কম মর্যাদা এবং পুরুষকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করে তাদের মর্যাদানুযায়ী পৃথক আইন রচনা করেছিলেন। কিন্তু ইসলামে নারী পুরুষের মর্যাদা সমান এবং তাদের জন্য অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হয়েছে: পুরুষ যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে এবং নারী যেমন কাজ করবে ঠিক তেমনি তার ফল লাভ করবে। আরও এরশাদ হয়েছে: 'নারী যদি এমন অপরাধ করে যা সাধারণ আইনে দন্ডনীয় তবে সে পুরুষের সমান শাস্তিই পাবে। বিচারের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। যদি কোন মহিলা কোন পুরুষকে হত্যা করে তাহলে তার জন্য যা শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তারজন্য ও একই শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অর্থাৎ যে কোন অপরাধের জন্য নারী পুরুষ একই শাস্তি। ইসলাম জারীকৃত আইনের একটি ধারা হচ্ছে- "স্ত্রীলোকের হত্যাকারী কোন পুরুষ হলে শাস্তি স্বরুপ তাকে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ সমস্ত ক্ষেত্রেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমান আইন প্রযোজ্য।

মত প্রকাশ ও পরামর্শের অধিকারঃ- ইসলামের পূর্ব যুগে মহিলাদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের ও পরামর্শের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু ইসলাম সমাজ জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে মেয়েদের অভিমত ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবাধ অধিকার দিয়েছে। এটা তারা মৌখিকভাবে বা লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে এই

মত প্রকাশের অধিকার তাদের রয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেছেন: নবী সা. মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন এবং কোন কোন সময় তাদের অভিমত গ্রহণ করতেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে নারীদের মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটা শর্ত ছিল যে, এই বছর মুসলমানরা উমরা না করেই ফিরে যাবে। তাই রাসূল করিম (সা.) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কে হুদায়বিয়াতেই ইহরাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলোকে জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবাগণ যেহেতু এই সন্ধির শর্ত দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন, সে কারণে তারা কেউ এই নির্দেশ পালনে কোন তৎপরতাই দেখালেন না। এরূপ অবস্থা দেখে রাসূল সা. হযরত উম্মে সালমা রা. এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ব ল্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি এর পর আর কাউকে কিছু না বলে যা কিছু করার নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলুন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সব কাজই করবে। রাসূল সা. এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করণীয় সব কাজ করলেন সাহাবা কেরামরাও তার অনুসরণ শুরু করে দিলেন। এভাবে হযরত উম্মে সালমার রা. যথার্থ ও সুচিন্তিত পরামর্শ উপস্থিত অচলাবস্থা দুর করতে সক্ষম হল এবং বাস্তবে প্রমান করে দিল যে, মহিলাদেরও যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং তাদের পরামর্শ জাতীয় জীবনে অনেক সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ- প্রকৃত নারী স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায়, তা ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ই নারীজাতিকে প্রদান করেছেন। মহানবী (সা) বলেন: “তাকওয়া ব্যতীত বংশগত ও প্রকৃতিগতভাবে এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পবিত্র কুরআন ন্যায় নিষ্ঠা, শান্তি সমৃদ্ধি এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণে যে মানদন্ড পুরুষের জন্য নির্ধারিত করেছে, তা নারীর জন্যও নির্ধারিত করেছে। পবিত্র কুরআ

ইসলামে নারীর অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান

আমাদের প্রিয় ধর্ম ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে উপস্থাপন করার প্রয়াসে এ লেখা।প্রশ্ন হলো, অধিকার আর মর্যাদা কি কাগজে কলমে আর শ্লোগানে সম্ভব? হৃদয় যদি মেনে না নেয়, তখন ছিড়ে যায় কাগজ, ভেঙে যায় কলম, থেমে যায় শ্লোগান।

আমাদের সমাজের অবস্থা যখন এমন, তখন দেখি ইসলাম কি বলে? নারী ও পুরুষের যথাযথ অধিকার নিশ্চিত করেছে ইসলাম। আর এভাবে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করেছে। জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা এবং সর্বোচ্চ সম্মান ইসলামই নারীদেরকে প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মানবসমাজের পূর্ণতা দান করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী, হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করে আবার তা থেকে অসংখ্য নারী ও পুরুষ করেছেন। (সূরা নিসা : ১)। সুতরাং নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য যে কর্মসূচি তৈরি হবে তা হবে অসম্পূর্ণ।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে 'নিসা' অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি ৫৭ বার এবং 'ইমরাআহ' অর্থাৎ 'নারী' শব্দটি ২৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে 'নিসা' নামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও রয়েছে। এতদ্ব্যতিত কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে।
নারীর মর্যাদায় ইসলামের স্থায়ী নীতি : জাহেলী যুগে যেখানে কন্যাশিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দিতো, নারীদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো, দাসী হিসেবে হাট-বাজারে পশুর মতো বিক্রি করা হতো, কন্যাসন্তানের জন্মের সংবাদে পিতা মানহানিকর মনে করে বিমর্ষ হতো, সেখানে মহান আল্লাহ সূরা হুজরাতের ১৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেন- হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।
নারীর শিক্ষালাভের অধিকার : নারীদের শিক্ষালাভের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে রয়েছে, 'তোমরা তাদের (নারীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।' (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যার রয়েছে কন্যাসন্তান,

সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়; আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, 'ইলম শিক্ষা করা (জ্ঞানার্জন করা) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরজ (কর্তব্য)।' (উম্মুস সহিহাঈন-ইবনে মাজাহ শরিফ)। তাই হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২ হাজার ২১০, যা সব সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

মা হিসেবে নারীর সম্মান:

মা হিসেবে ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে । রাসুল (সা.) বলেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত'। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক লোক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি (সা.) বললেন, 'তোমার মা'। ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। ওই লোক আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন 'তোমার মা'। (বুখারি)।

কন্যা হিসেবে নারীর সম্মান: আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের 'সুসংবাদ' দেয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। সে এ সুসংবাদকে খারাপ মনে করে নিজ সম্প্রদায় থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (এবং চিন্তা করে) হীনতা স্বীকার করে তাকে নিজের কাছে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। (সূরা নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯)। কন্যা সন্তানের জন্মকে বলা হচ্ছে 'সুসংবাদ'। আধুনিক জাহেলী যুগে আজ কিন্তু নারীর জন্ম কখনো কখনো 'সুসংবাদ' নয়।তখন নারীকে পুঁতে ফেলা হতো জন্মের পর। আর এখন পুঁতে ফেলা হয় জন্মের আগেই (বিজ্ঞানের কল্যাণে যখন জানতে পারে আগত শিশু নারী)। অথচ ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে কন্যাশিশু বরকত ও কল্যাণের প্রতীক। রাসুল

(সা.) বলেছেন, 'মেয়েশিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক।' হাদিসে আরও রয়েছে, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যাসন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়।'

বোন হিসেবে নারীর সম্মান :

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কারও যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে আর তিনি যদি সন্তানদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসেন, তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দেবেন এবং মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দেবে।' পবিত্র হাদিসে আছে, বোনকে সেবাযত্ন করলে আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেন।

স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান: ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে রয়েছে, 'তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ।' (সূরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, নারীদের তেমন ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। (সূরা বাকারা : ২২৮)। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক। (মুসলিম শরিফ)। তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম (তিরমিজি)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো।(সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৯)। কোরআনে বলা হয়েছে, নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার (সূরা-২ বাকারা, আয়াত ২২৮)।

নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ :

রাসুল সা. এর একটি হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল- এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।

নারী ও পুরুষের সহযোগী হিসেবে নারী : ইসলামে নারী ও পুরুষ মানুষ হিসেবেও সমান, মুসলমান হিসেবেও সমান। ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা উভয়ের জন্য ফরয। উভয়ের জন্য হালাল-হারামের সীমানা নির্দিষ্ট রয়েছে। উভয়ের মতামত দেয়া ও সমালোচনার অধিকার সমান। সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন : তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদের পুরুষদের যেমন অংশ রয়েছে, (একইভাবে) নারীদের জন্যও (সে সম্পদে) অংশ রয়েছে । (সূরা আন-নিসা : ৭)।

ঈমান ও আমল-ই নারী ও পুরুষের মর্যাদা নির্ণয়ের মাপকাঠি : মহান আল্লাহ বলেন, পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে যে-ই ভালো কাজ করলো, সে ঈমানদার হলে আমি তাকে একটি পবিত্র জীবনযাপন করার সুযোগ দিবো এবং তারা যে কাজ করছিল, আমি তাদেরকে তার উত্তম পারিশ্রমিক দান করবো। (সূরা আন-নহল : ৯৭) নারী তাঁর নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখেই সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। মায়েদের ত্যাগ ও ভালোবাসা ছাড়া মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ও সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মায়েরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস।

নারী ও পুরুষের মৌলিক পার্থক্য: উভয়ের জন্মগত যোগ্যতা, ক্ষমতা, দৈহিক গঠন ও দায়িত্বের দিক দিয়ে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পার্থক্য হলো, মানবজীবনের

দুটি অংশ, ঘর ও বাহির। নারী ঘরে, পুরুষ বাইরে। গৃহবহির্ভূত যাবতীয় কষ্টকর ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাজ পুরুষের উপর অর্পিত। আর নারীর মৌলিক দায়িত্ব সন্তানের লালন-পালন ও ঘরোয়া পরিবেশকে সুসজ্জিত করা। সেইসাথে তার কোমল স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সহজ ও অপেক্ষাকৃত হালকা কাজও তারা করতে পারেন। কোনো কোনো অপরিহার্য সামাজিক প্রয়োজনে তারা ঘরের বাইরেও যেতে পারেন। যেমন: শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, যেহেতু জন্মগতভাবে নারী আকর্ষণীয় ও কোমল স্বভাবের সেহেতু নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র অত্যাবশ্যক। নারীকে শালীন পোশাক ও পর্দার বিধান মেনে চলার হুকুম দেয়া হয়েছে। এটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী, আপনি মুমিন মহিলাদের জানিয়ে দিন যে, তারা যেন দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান-সমূহের হিফাজত করে এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে। তবে যা এমনি বের হয়ে যায়, সেটা ভিন্ন কথা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- ওহে নারী! তোমরা তোমাদের বাড়িতেই থাকবে, আর খবরদার! জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'

জাহেলী যুগ ও আধুনিক যুগে নারী ও ইসলাম :

সেযুগে নারী ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত, নারীর প্রতি পুরুষের হীন মানসিকতার কারণে। ইসলাম সে মানসিকতারই সংশোধন করেছে। নারী ছিল পুরুষের কাছে অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের মত। ইসলাম নারীকে বানাল পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী।

যেখানে নারী নিজেই ছিল পুরুষের সম্পদ, যা ভোগ দখল করা যেতো, ইসলাম নারীকে দিল সম্পদের অধিকার। কারো অধিকার নেই তার সম্পদে। কিন্তু তার আছে অধিকার পিতার সম্পদে, স্বামীর সম্পদে, সন্তানের সম্পদে। তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হয় পিতার, নয় স্বামীর, না হয় সন্তানের। কেউ নেই তো রাষ্ট্রের। নারী অভিভাবকহীন নয়; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত।

কিন্তু একজন পুরুষ এই অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে কেবল বালেগ হওয়া পর্যন্ত। পশ্চিমে অবশ্য নারীর বেলায়ও তাই। ফলে তাকে পড়তে হয় বিপদে। আর এটাই হয়তো 'সমঅধিকার' দাবিদারদের ইনসাফ(!)

মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নারীর ছিল না। ইসলাম বলল, না; তার মতামত ছাড়া হবে না। স্বামী গ্রহণে নারীর মতই চূড়ান্ত। যদি সে ন্যায়ের উপর থাকে। জাহেলী যুগের নির্যাতিতা, অবহেলিতা নারী নবীর দরবারে এসে বলার অধিকার পেলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আমার প্রাপ্য হক দেয়নি। বলতে পারলো নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা; 'না, অমুক আমার পছন্দ নয়।'

না

রীর ভরণ পোষণে যেমন তার অভিভাবক দায়িত্বশীল, যেন ভরণ পোষণের পিছে ছুটতে গিয়ে সে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় (যেমনটি ঘটে পশ্চিমা নারীর বেলায়, জীবিকা অর্জনে সবকিছু বিসর্জন দিতে হয়), তেমনি নারী যাতে বৈবাহিক জীবনেও ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, এ ব্যাপারেও নারীর অভিভাবক দায়িত্বশীল। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে নিরাপত্তাহীন ছেড়ে দেয়নি ইসলাম। দিয়েছে মত প্রকাশের অধিকার। অভিভাবক যদি তার প্রতি অবিচার করে, সে বলতে পারবে।

অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে স্বাধীনতার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এ স্বাধীনতা বা অধীনতামুক্ত হওয়ার অর্থ কী? পিতা ও স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বার্থান্বেষী, কপট শত পুরুষের অধীন হওয়া। অধীনতামুক্ত বলে কোনো বিষয় নেই। (একমাত্র আল্লাহই অধীনতামুক্ত) নারীকে আহবান জানানো হচ্ছে স্বনির্ভর হতে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কিন্তু পায়ের তলের ঐ মাটিই যদি নারীকে গ্রাস করতে উন্মুখ হয় তখন? ইসলাম দিলো নারীর নিরাপত্তা : নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকানোও নিষেধ। পুরুষকে বলে দিল, হে পুরুষ! তোমার দৃষ্টি অবনত রাখ, আর লজ্জাস্থানের হেফাজত করো। আরো বললো, কোনো পুরুষ যেন কোনো বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়। কারণ, তা নারীর বিপদের কারণ হতে পারে। নারীর প্রতি সকল প্রকারের অন্যায়কে ঘোষণা করলো মহাপাপ, কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে। আজকের ‘পুরুষতান্ত্রিক’ সমাজ নারী মুক্তির মেকি শ্লোগান দিয়ে কী পেতে চায়? আর নারীকেই বা কী দিতে চায়? নইলে নারীকে কেন হতে হয়; নতুন মডেলের গাড়ির ‘মডেল’,পণ্যের এ্যাডে ‘নারীপণ্য’? অর্থের বিনিময়ে কেন কেনা যায় নারীর রূপ-যৌবনের চিত্র? নারীকে রক্ষা না করে, কেন তাকে ধোকা দেয়া হয় এই বলে, ‘তুমি যৌনকর্মী (তুমি কর্ম করে খাচ্ছ)? নারী কেন আজ ওয়েটার? কেন সে রূপ-যৌবন নিলামকারী বিমানবালা, সেল্সম্যান? কেন ইডেন, জাহাঙ্গীরনগর ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে নারী কেলেঙ্কারীর ঘটনাবলী নারীবাদী সংগঠনগুলোর আন্দোলনের বিষয় হয় না ? ওরা যদি নারীর মর্যাদা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাই চাইত, তাহলে নারীর মর্যাদা আর নিরাপত্তা রক্ষা হয়, এমন পথই বেছে নিতো, যেটা করেছে ইসলাম। ইসলাম কি নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেনি? তাহলে দেন মোহর, মিরাস এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঠিক রেখে অর্থ উপার্জনের অধিকার কেন দিয়েছে? (তার উপর তো কারো ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেই)। নারী শুধু ভাবে, নারীর জন্য এত শর্ত কেন ইসলামে? অথচ এসব তারই নিরাপত্তার জন্য, মর্যাদা রক্ষার জন্য। ইসলাম কি শিক্ষার অধিকার দেয়নি নারীকে? দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার নামে নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ছেড়ে দেয়নি। তাই আজ ভাবতে হবে, কে নারীর প্রকৃত কল্যাণকামী?

সব শ্লোগান যখন থেমে যায়, নারীর যখন চোখ খোলে (সবকিছু হারানোর পর) তখন সবকিছুর দায় ও বোঝা কাকে বহন করতে হয়? এমনকি পশ্চিমেও? আর আইন? সেও যেনো আজ অবলা হয়ে গেছে!

যে পুরুষের কাছে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, তার চরিত্রের ভালো মন্দের বিচারক বানানো হল নারীকে। ঘোষণা হল, তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ সবচেয়ে ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।

নারী নাম উচ্চারণ ছিল অপমানের, সেখানে আল কুরআনের সূরার নাম হল ‘নারী’ (সূরা নিসা) । যে ‘রব’ নারীকে অবহেলা আর জুলুমের আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনে এত অধিকার আর মর্যাদা দিলেন, তিনি কি তাঁর অকল্যাণ চান? নারীর কল্যাণ ও মুক্তি তাঁর নির্দেশনায় নাকি চতুর স্বার্থান্বেষী ভোগবাদীদের মেকি শ্লোগানে? ভেবেদেখবেন। সে যুগের কবিরা নারীর রূপ যৌবন, যৌবনের আবেদন নিয়ে আলোচনা করতেন কবিতায়। আর আজ তার রূপ-যৌবন ফেরি করা হয় টিভি পর্দায়। আর কত বলবো, ইতিহাসের পাতা ভারাক্রান্ত হয়ে আছে এ অন্যায় বিবরণে; গ্রীক সভ্যতায, রোম সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্মে অমর্যাদা, অবহেলা আর জুলুমের যুপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল যে নারী ও নারীত্ব, ইসলাম তাকে সেখান থেকে রক্ষা করে সমাসীন করেছে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় ইসলামের শিক্ষাঃ

ইসলাম নারী জাতিকে এক করুণ অমানবিক অবস্থা থেকে উদ্ধার করে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য অধিকার এবং সম্মানজনক মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। নারী জাতির মেধা,

মননশীলতা, বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের ক্ষেত্রে রাসুল (সা.) অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষায় ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতাও দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের ওপর অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী এবং বিজ্ঞ, (সূরা বাকারা, ২২৮)।

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "তুমি পাঠ কর তোমার প্রভূর নামে, (সূরা আলাক, ১)। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে "তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর" (সুনান দারেমী, ৩৯৬)। এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় "তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর" (সূরা বাকারা, ৪৩)। এখানে ব্যবহৃত দু'টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

নারীদের তালিম তালবিয়ার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও’ (সূরা নিসা, ১৯)। মহানবী (সা.) ঘোষণা করেন, ‘যার রয়েছে কন্যাসন্তান, সে যদি তাকে (শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয়; আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।’ হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, ‘ইলম শিক্ষা করা (জ্ঞানার্জন করা) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরজ (কর্তব্য)’ (ইবনু মাজাহ, ২২০)। হাদিস গ্রন্থসমূহের মধ্যে হজরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২ হাজার ২১০, যা সব সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। তাঁর বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে ১৭৪টি বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। মুসলিম রমণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম শিক্ষিকা, সর্বোচ্চ মুফতি, সবচেয়ে জ্ঞানবতী ও বিচক্ষণা।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘তারা তোমাদের আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের আবরণ’ (সূরা বাকারা, ১৮৭)। স্ত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, ‘উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক’ (মুসলিম)। তিনি আরও বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম’ (তিরমিজি, ৩৮৩০)। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করো’ (সূরা নিসা, ১৯)। অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার।’ (সূরা বাকারা, ২২৮)।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে

পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুকায়?িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। রাসুলের (স.)কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল তার প্রথম শব্দ ছিল ‘ইকরা’ অর্থাৎ পাঠ কর। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। রাসুল (স.) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনব্যাপী জ্ঞানের সাধনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকা। এমনকি তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষার সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই রাসুলের (স.) বক্তৃতার আসরে যোগ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হবে।

সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকার নিয়ে আমরা নানা কথা শুনে থাকি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বর্তমানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, তার মধ্যে বেশ কিছুই গ্রহণযোগ্য। আবার কিছু কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ আছে। নারী-পুরুষ সবারই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। কারণ, সমাজ ক্রমেই সামনে এগোচ্ছে। শুধু নারী বা পুরুষেরই নয়, সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা.)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিলতএক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান, (বুখারি)।

সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে মানুষের ওপর, বিশেষ করে নারীর ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চলছে, তার একটা ফাউন্ডেশন আছে, ভিত্তি আছে। অত্যাচার আকাশ থেকে আসছে না। নারীর ওপর পুরুষের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরও যে অত্যাচার নির্যাতন, তার আদর্শিক ভিত্তি হলো, সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে যে, বিশেষ করে পুরুষেরা বিশ্বাস করে, নারী পুরুষের চেয়ে নীচু, তাদের মান খারাপ এবং তারা পুরুষের চেয়ে ছোট। এই বিশ্বাস অবশ্য নারীর মধ্যেও কিছুটা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে বিদ্যমান কতগুলো বিভ্রান্তি থেকে এ বিশ্বাসের জন্ম। আর এই বিশ্বাসের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে নারীদের প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা ও নির্যাতন।

নবী করিম (সা.) নারীদের সৃজনশীল চিন্তা-চেতনায় ও শিক্ষা-গবেষণায় সুদক্ষ করার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুধু নারীদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেন। নারী সমপ্রদায় রাসুলের (সা.) কাছে এই মর্মে অভিযোগ করলেন যে, আপনার কাছে শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে পুরুষেরা এগিয়ে। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন বরাদ্দ করুন। রাসুল (সা.) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দিকনির্দেশনামূলক শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, (বুখারি)। একদিন নবী করিম (সা.) হজরত বেলালকে (রা.) নিয়ে বের হলেন। তিনি ধারণা করলেন, রাসুল (সা.) পুরুষদের শিক্ষা দিতে গিয়ে পেছনের সারিতে বসা নারীদের কথা শুনতে পাচ্ছেন না। তখন তিনি নারীদের কাছে গিয়ে জ্ঞান ও উপদেশ শোনালেন' (বুখারি)।

ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি আবূ বকর, উমার, উসমান, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার (রা) এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী এর মত মহাপুরুষগণের

আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি আয়েশা, হাফসা, শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ, কারীমা বিনতে মিকদাদ, উম্মে কুলসুম (রা:) মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

রাসুলের (সা.) সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) নারীশিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁকে হাদিস বর্ণনাকারী ইমাম ও অধিক জ্ঞানসম্পন্ন সাহাবিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক মর্যাদাশালী। বহুসংখ্যক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন।

মোটকথা, ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনি-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎ রূপে কওমের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।

আধ্যাত্মিক মহিমা অর্জনের ক্ষেত্রেও নারীর কর্তব্য রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'এ কথা সুনিশ্চিত, যে পুরুষ ও নারী মুসলিম মুমিন, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, সবরকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের সম্ভ্রমের হেফাজতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন' (সূরা আহজাব, ৩৫)।

বাংলাদেশে সর্বজনীন শিক্ষার উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে এবং এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে নারীশিক্ষায়। যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও সংকীর্ণ মনোভাব ক্রমেই দূর হচ্ছে। তাই মেধাবী নারীদের কোণঠাসা করে না রেখে, তাদের শালীনভাবে চলাফেরা ও উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় সুযোগ করে দিতে হবে; এ জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। নারীদের

শিক্ষার্জনের দিককে অস্বীকার করার মানেই হলো প্রকারান্তরে তাদের মর্যাদাকে হেয়প্রতিপন্ন করা। কাজেই সর্বক্ষেত্রে তাদের প্রতি সমীহ আচরণ করা জরুরি এবং ইসলাম ধর্মে তাদের শিক্ষার্জনের যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা কড়ায়-গন্ডায় আদায় করা হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নজরদারি বৃদ্ধিতে আলেমসমাজেরও এগিয়ে আসা উচিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর উপার্জনঃ

নানাবিধ কারণে বর্তমানে নারীর উপার্জন বিষয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছে। অতি রক্ষণশীলরা নারীদের উপাজর্নের বিষয়টি এখনও মেনে নিতে পারেননি।অবশ্য মধ্যপন্থীদের অভিমত হলো, নারী তার স্বকীয়তা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মান-সম্মান বজায় রেখে আয় উপার্জনের পথ বেছে নিতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ তারা নবী (সা.)-এর আমলের বেশ কয়েকজন মহিলা সাহাবির কথা উল্লেখ করেন। ওই সাহাবিরা মদিনার বাজারে বিভিন্ন ব্যবসা করত এমনকি অনেকে কৃষি কাজও করেছেন। সেসব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

একটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পুরুষের পাশাপাশি চল্লিশ লক্ষাধিক নারী কাজ করেন। এই কর্মজীবী নারীদের উপার্জন সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে এটা অনস্বীকার্য।

ইসলাম সর্বদা নারীদের শালীন পরিবেশে শিক্ষা, কাজ ও চলাফেরার কথা বলে। শরিয়ত নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে থেকে নারীরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জনসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম কোথাও নারীকে বন্দি করে রাখার কথা বলেনি। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি নারী-পুরুষের ভোটাধিকারেও কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এমনকি ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারও প্রদান করেছে।

কোরআনে কারিমের সূরা বাকারার ১৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি এবং সুদকে হারাম করেছি। ' এই আয়াতে ব্যবসা হালাল হওয়া এবং সুদ হারাম হওয়া নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যেসব ব্যবসা করতে পারবে। নারীও সে ধরনের ব্যবসা করতে পারবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। সে তার অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। সে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তার সম্পত্তির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা একজন পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য।

কোরআন ও হাদিসের কোনো স্থানে নারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। শুধু দু'টি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দু'টি হলো প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরিয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, পর্দা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেও নিষেধ করেছে।

এ ছাড়া শরিয়ত অনুমোদিত সব ব্যবসা বা কাজ করার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, ইসলাম কিন্তু নারীদের কোনো আয়-রোজগারের দায়িত্ব দেয়নি। দেয়নি পরিবার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের কর্তব্য। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের।

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর আয়ের অনেক উৎস ও মাধ্যম থাকলেও ব্যয়ের বাধ্যতামূলক কোনো খাত নেই। ইসলাম নারীর ওপর অর্থনৈতিক কোনো দায়-দায়িত্ব চাপায়নি। পরিবারের যাবতীয় আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করা পুরুষের ওপর অর্পিত হয়েছে। সেহেতু নারীকে তার জীবিকার জন্য চাকরি করার প্রয়োজন নেই, সেহেতু

নারীর চাকরি তার ইচ্ছাধীন। তবে পুরুষের উপার্জত যদি সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট না হয় এবং প্রকৃত অভাবের সময়, সঙ্কটকালে উভয়েরই চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে চাকরির বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে চাকরি করতে পারে, ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। কেউ জোর করে তার ঘাড়ে চাকরির বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না। এমনকি তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদও কেউ নিতে পারবে না। তার জমা-খরচে কেউ খবরদারি ও নজরদারি করতে পারবে না। উপার্জনকারী নারী তার ইচ্ছামতো খরচের অধিকার রাখে। এটাই ইসলামের বিধান।

উপসংহার:

সাধারণ ভুল ধারণার বিপরীতে, ইসলাম লিঙ্গ সমতা প্রচার করে এবং নারীদের বিভিন্ন অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করে। কুরআন ও হাদিস সমান আধ্যাত্মিক মূল্য, সামাজিক ও আইনগত অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সমাজে নারী ও পুরুষের পরিপূরক ভূমিকার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করে। ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং ধর্মের শিক্ষার আরও সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক উৎসগুলির একটি খাঁটি এবং বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর অধিকারের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান বোঝার কাছে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে মানবসভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামই ১৪০০ বছর আগে নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদা ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রদান করেছে। এ জন্যই প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট (Pierre Crabite) ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা (আল্লাহ পাক থেকে প্রাপ্ত ইসলাম ধর্মের প্রচারক) মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে 'Muhammad was the world greatest Champion of women's rights the world has ever seen.' [মুহাম্মদ (সা.) হলেন নারী অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি]

রেফারেন্সঃ

১) মাসিক আত তাহরিক,

২) দৈনিক প্রথম আলো,

৩) কালের কণ্ঠ,

৪) জাগো নিউজ ২৪,

৫) সময়ের আলো,

৬) হাদিস বিডি,

৭) উইকিপিডিয়া,

৮) ইমাম বাতায়ন,